কবিতাবলি

নৈবেদ্য

স্বামী ঋতানন্দ

শ্যামের বাঁশি বড়ই প্রতীকী
অনাহত ধ্বনির মতো বেজেই চলেছে
মন বৃন্দাবন হলে সে-চিরন্তন সুখ
হৃদ্‌মাঝারে ঝংকার তুলবেই।

তিনি আমাদের মাঝে এসেছিলেন
অনেকেই তাঁকে শুনতে যেত
অনেকটাই গতানুগতিক
বহু যুগ ধরে একটি মন ছিল অপেক্ষমাণ—

মনটি টের পেত—আহ্বান আসবে একদিন
কে জানে কখন কোথা থেকে
তাঁর শোনা কুম্ভক—বায়ু স্থির লক্ষ্যে অবিচল
বাঁশির সুর তো নয়, এ যে আকর্ষণের রজ্জু

এতদিনের যা কিছু জড়ো করা সমিধমাত্র
পুরানো সব পুড়িয়ে ফেলার উপকরণ
এ তো অগ্নির দহনশক্তি আর—
অগ্নির আলোকশক্তিতে আলোকময়কে চেনা

প্রাণপাত করে জহুরির ধার করে আনা শ্বেতপ্রস্তর
ছেনি-হাতুড়ির দীর্ঘ অসহনীয় আঘাত
অহং থেকে দীনতা, আত্মপ্রতিষ্ঠা থেকে আত্মবিলয়
সেবার নৈবেদ্য হয়ে ভারতমূর্তির পদপ্রান্তে
ভারতকন্যা

মানসকন্যা

স্বপন মুখার্জি

তিনি জানতেন
এই প্রদীপের আগুন হতে
হাজার প্রদীপ জ্বলবে

তিনি মানতেন
বরফসাদা চাঁদনি আলোয়
পিণ্ড আঁধার গলবে

তিনি দেখতেন
দশভুজার অপেক্ষাতে
দ্বিভুজারা সব

তিনি শুনতেন
অনাগত উষার আলোয়
উন্মুখ উৎসব

কন্যা যে তাঁর বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে একা
আর্য ঋষির বেদিমূলে মুক্তশিখা
আজকে আকাশ ভরদুপুরে রাত্রি আনে
অন্ধপ্রদীপ দুচোখ জ্বালো সেই আগুনে।

শ্বেতপদ্ম

দীপকরঞ্জন মুখার্জি

কোন শুভক্ষণে, কোন সে লগ্নে, শুভ্র কমলকুঁড়ি
ফুটেছিল সেথা, সুদূর সাগরপারে—
সারদা-তনয় নরেন্দ্রনাথ তোমারে চয়ন করি
আনিলেন হেথা, মাতৃপূজার তরে।
শ্বেত সে-পদ্মে সেবার মন্ত্রে করিলেন দীক্ষিতা
নিবেদিয়া তোমা সারদাচরণে, ডাকিলেন 'নিবেদিতা'।

শুনি হাহারব আর্তজনের, হেরিয়া যাতনা ব্যথা
ভগিনীরূপেতে সবাকার মাঝে, হলে তুমি বিকশিতা।
যারা অভাগিনী, অক্ষরহীনা সমাজের অভিশাপে,
নিজগৃহকোণে ছিলা অন্তরীণ, তাহাদের কল্যাণে—
সঙ্ঘজননী মাতা সারদার স্নেহের কন্যারূপে,
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া আলোক বিতরিলে জনে জনে।

ক্ষুধিতের মুখে গ্রাস তুলে দিতে, পীড়িতে তুষিতে সেবায়
বিনিদ্র কত কেটেছে রজনী—
আপন জীবন বিপন্ন করি, মহামারী বন্যায়
তুমি জাগ্রতা অভয়া ভগিনী॥
মহাবিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দে প্রেরণা দানিলে তুমি—
মৃতরে শুনালে জীবনের গান। লেখনী তোমার কিবা ক্ষুরধার,
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হল মোদের এ জনমভূমি।
রাজীবে-জবাতে পূজা হল শুরু দুখিনী ভারত মার॥
নয়নে ঝরিছে গঙ্গা-যমুনা করুণার দুটি ধারা—
হৃদয়ে তোমার সদাজাগ্রত, মহান দিশারি বিবেকানন্দ প্রভু।
দিয়ে গেলে প্রেম, আলোর বন্যা, ভাঙিয়া আঁধার কারা—
তোমার সে-দান ভোলেনি ভারত, ভুলিতে পারে কি কভু?

সুখ-সম্পদ ফেলে দিয়ে সেথা সপ্ত সাগরতীরে—
গুরুর আদেশে লঙ্ঘিয়া গিরি, ভুলিয়া আপনজনে,
খুঁজি ঈশ্বরে বেদনার মাঝে ক্ষুধায় অশ্রুনীরে
তনু-মন-প্রাণ করে গেলে দান নররূপী 'নারায়ণে'॥

ভগিনী নিবেদিতা

প্রব্রাজিকা সদ্ভাবপ্রাণা

মূর্তিমতী সেবারূপা
প্রাণপ্রিয় ভারত-ভগিনী;
ভারতের কল্যাণে
একনিষ্ঠ চির-তপস্বিনী
আত্মত্যাগে মহীয়সী—
নিঃস্বার্থ মমতারূপিণী;
সুপবিত্র অন্তরে
জ্ঞানালোকে তুমি মনস্বিনী।

আসমুদ্রহিমাচলে—
বিতরিলে মৃতসঞ্জীবনী;
সকরুণ স্নেহে, প্রেমে
প্রবাহিত দিব্য মন্দাকিনী।
ঊষর মরুতে তুমি—
প্রেরণার স্নিগ্ধ নির্ঝরিণী;
গুরুগত মহাপ্রাণ
অপার্থিব শান্তিপ্রদায়িনী।

সার্ধশত বরষের পুণ্য প্রভাতে
শ্রীচরণে প্রাণের প্রণতি;
অন্তরমাঝে দাও ঐশী আলোক